তারিখ 2 8 JUL 1986
৮ কলাম

দৈনিক ইনকিল

042

উপজেলা পরিক্রমাঃ

খোকসা

শহীদ সান মেহেবুব

"খোকসা" বাংলা দেশের অবহেলিত একটি উপজেলা। কুষ্টিয়া জেলা সদর থেকে প্রায় ১৮ মাইল পূর্বে গড়াই নদীর তীর ঘেঁষে রয়েছে এ উপজেলাটি। ১৯৮৩ সালের ২ জুলাই খোকসা থানা, উপজেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মাত্র ৪০ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলায় ৩টি ইউনিয়ন ও ৯১টি গ্রাম রয়েছে। মোট লোকসংখ্যা ৮১ হাজার ৫শ' ৭৮ জন, এর মধ্যে পুরুষ ৪২ হাজার ২শ' ৮২ জন ও মহিলা ৩১ হাজার ২শ' ৯৬ জন ৬ হাজার ৫শ'টি কৃষি পরিবার, ১শ' ৩১টি জেলে পরিবার, ৩ হাজার ৪শ' ৭০টি তাঁতী পরিবার, ২শ' ২০টি কাঠ মিস্ত্রি পরিবার ও ৩শ' ৮০টি অন্যান্য পেশাজীবী পরিবার রয়েছে।

এ উপজেলার সমস্যাগুলো হচ্ছে কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ ও হাটবাজার সমস্যা।

কৃষি

উপজেলায় শতকরা ৭০ জন লোক কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। মোট আবাদী জমি রয়েছে ২০ হাজার ৮শ' ৫৫ একর। এর মধ্যে এক ফসলী জমি ১শ' ৯৬ একর। দু'ফসলী জমি ১৬ হাজার ৭শ' ১৭ একর, তিন ফসলী জমি রয়েছে ৬শ' ২৮ একর এবং বাকী জমিতে অন্যান্য ফসলের চাষাবাদ হয়। সেচ প্রকল্পের আওতাধীন জমির পরিমাণ মাত্র ১ হাজার ৯শ' ১৫ একর। এখানে ৬টি গভীর নলকূপ, ১২টি অগভীর নলকূপ, ১টি বিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও ৭টি ডিজেল চালিত পাম্প রয়েছে। এখানে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ছোলা, মসুর, তিল ও পাট। এ উপজেলায় যে সেচ ব্যবস্থা রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। পানি সেচের অভাবে বহু আবাদী জমি শুকনো মরুভূমির মত পড়ে আছে। বর্তমানে এ উপজেলায় ১ হাজার ৫শ' ১৯টি ভূমিহীন কৃষক পরিবার রয়েছে, জমিতে ভাল ফসল না হলে এদের কষ্টের সীমা থাকে না।

শিক্ষা

খোকসা উপজেলায় শিক্ষার হার শতকরা ১২ জন। এখানে ১টি মহাবিদ্যালয়, ৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এর মধ্যে ১টি বালিকাদের, ১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি সিনিয়র মাদ্রাসা দাখেলী এবং ফোরকানীয়া ও অন্যান্য মাদ্রাসা রয়েছে ২১টি। এ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে, এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা দিনে দিনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক, চেয়ার, টেবিল, বসার বেঞ্চ, আলমারী ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণসমূহের অভাব রয়েছে, শিক্ষকদের অভাব থাকার কারণে ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে

যোগাযোগ

খোকসা উপজেলার প্রধান একটি সমস্যা হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ উপজেলার মোট রাস্তা হলো ১শ' ৭৭ মাইল। এর মধ্যে পাকা রাস্তা মাত্র ৫ মাইল এবং বাকি সব কাঁচা রাস্তা। রেল লাইন রয়েছে আড়াই মাইল এবং ১টি রেল স্টেশন আছে। জেলা সদরের সাথে এক মাত্র রেল যোগাযোগ ছাড়া অন্য কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। মজার ব্যাপার হলো এ উপজেলায় মাত্র দু'টি গাড়ী রয়েছে ১টি মাঝারি ধরনের বাস ও অপরটি সরকারী জীপ, সেটা উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব ব্যবহার করেন। বাসটি স্টেশন ও উপজেলার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী এক মাত্র অবলম্বন। তাও সব সময় চলে না। এ উপজেলায় নৌপথে অনেক মালামাল আনা-নেয়া চলে।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী ৪০ মাইল দীর্ঘ রাস্তাটি নির্মাণ হলে কুষ্টিয়া জেলা সদরসহ, কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা এবং রাজবাড়ী সদরসহ প্যাংশা ও বালিয়াকান্দি উপজেলার সাথে এ অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ উন্নত হবে।

চিকিৎসা

এ উপজেলায় ৩০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে এখানকার জনসাধারণ ঠিকমত চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছে না।

হাসপাতালটিতে ডাক্তার, নার্স ও ওষুধপত্রের অভাব লেগেই রয়েছে। ফলে রোগীদের দুর্ভোগের শেষ নেই। প্যাথোলজিস্ট ও রেডিওলজিস্ট না থাকায় রোগীদের চরম অসুবিধা হচ্ছে। এ ছাড়া এখানে মেডিসিন, সার্জারী ও স্ত্রী রোগ বিষয়ক কোন কন্সালটান্ট ডাক্তার নেই। ফলে শিশু ও মহিলা রোগীদের চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটেছে।

যাতায়াতের অসুবিধা, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে জরুরী ও জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য উপজেলার বাইরে যেতে হয়। প্রয়োজনীয় ডাক্তার না থাকায় এ হাসপাতালটিতে সুষ্ঠু চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে না।

বিদ্যুৎ সমস্যা

খোকসা উপজেলায় বিদ্যুতের সমস্যা রয়েছে। উপজেলার সর্বত্র এখনো বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়নি। বিদ্যুৎ না থাকায় সেচ কাজ সম্প্রসারিত হচ্ছে না। ডিজেল ব্যবহারের ফলে সাধারণ চাষীরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া রয়েছে বিদ্যুতের অনিয়ম। ঠিকমত বিদ্যুৎ না থাকায় এখানকার মিল কারখানাগুলোতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দরুণ এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

হাটবাজার সমস্যা

উপজেলায় হাটবাজারের সমস্যা আছে। এখানকার হাটবাজারগুলো প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্ষা মওসুমে বৃষ্টি হলেই বাজারগুলোর রাস্তার ওপর কাদা জমে ওঠে। এখানকার হাটবাজার নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতাদের দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।